Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২ ডিসেম্বর, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা ১ ডিসেম্বর , ২০১৪ ১৪ অগ্রহায়ণ , ১৪২১

জেলা জুড়ে কৃষিকাজ স্তব্ধ : কৃষকের ব্যাপক অংশগ্রহণ

কিশোর মাকর, ২৬ নভেম্বর : গ্রামে গ্রামে ধান কাটার কাজ। নবান্নের উৎসব। সবকিছু বন্ধ রেখে জেলার সমস্ত গরিব কৃষক, ক্ষেতমজুর, কোথাও রাস্তা অবরোধ, কোথাও বা পঞ্চায়েত অথবা বিডিওর কাছে ডেপুটেশন দেন। কার্যত ২৬ নভেম্বর গ্রামীণ কৃষিকাজ ও নবান্ন উৎসব অচল হয়ে পড়ে। পড়বে না-ই বা কেন? একে তো পেটে টান পড়েছে। ভাতের মার বড় মার। তাই তো বয়সের ভারে ন্যুব্জ নাড়ু ক্ষেত্রপাল, খণ্ডঘোষের আরিন গ্রাম থেকে, কৈযর গ্রাম থেকে ছবি রায়, সড়ঙ্গা থেকে পূর্ণিমা মাঝি বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দিতে এসেছে। বুকে আগলে রেখেছে লাল

ছবি : পার্থ প্রতিম কোঙার

ঝাণ্ডাকে। সাংবাদিকের প্রশ্ন ছিল, গ্রামে নবান্ন, ধান তোলা ছেড়ে এখানে কেন? জানান, লালঝাণ্ডার সরকার যতদিন ছিল অভাব বুঝতে পারিনি। ছেলে-মেয়েদের দুটো টিউশনি দিয়ে পড়াতে পারছিলাম। এখন তো পেটে টান পড়েছে। লেখাপড়া তো দূর-অস্ত। আগে কাজের তেমন অভাব ছিল না। এখন কাজ তো কমে গেছেই । ১০০ দিনের কাজও নেই। আবার লালঝাণ্ডার সঙ্গে আছি বলে ১০০ দিনের কাজ বেছে বেছে দেয়। মিছিলে চলতে থাকা আরও এক ঝাঁক ক্ষেতমজুর মহিলা ঝাঁঝিয়ে বলে উঠলেন, জানেন, চাকরি করা পরিবারের লোক ১০০ দিনের কাজ করছে। আমাদের নামে আসা টাকা তৃণমূলের মাতব্বররা পকেটে ভরে নিচ্ছে। উখরিদ থেকে আসা শামসুদ্দিন এবং চাগ্রাম থেকে আসা মৃত্যুঞ্জয় রায় জানালেন, গতবার নবান্ন করেছি, পাটার ডগায় ৮২০ টাকা বস্তা (৬০ কেজি) দাম পেয়েছি। এবার জিনিসপত্রের দাম, উৎপাদন খরচ বাড়লেও দাম পাচ্ছি ৭০০-৭৫০ টাকা বস্তা, যেখানে সরকার দাম ঘোষণা করেছে ৮২৫ টাকা বস্তা। যদিও এই সরকারি দামে বিক্রি হলেও লাভ আসবে না। সেজন্য আমরা দাবি করছি রাজ্য সরকারকে কুইন্ট্যালে ১৫ টাকা নয়, ২০০ টাকা বোনাস ঘোষণা করতে হবে। সরকার অভাবি-বিক্রি বন্ধ করতে পারছে না। ফড়েরাই বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে ক্ষেতমজুর চাষি দুই অংশই অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। সড়ঙ্গার কামাখ্যা মাঝি, নন্দরানি রায় জানালেন, ১৫০ টাকা এবং ২ কেজি চালের মজুরির দাবি মালিকরা মানতে চাইছে না। যেখানে সরকারি ঘোষিত মজুরি ২১০ টাকা। আবার অনেক মালিক কাজ করিয়ে টাকা দিতে চাইছে না। আগের সরকারের আমলে একথা চিন্তাই করাই যেত না।

ঝলমলে আকাশে তখন সূর্যিমামা পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। লালঝাণ্ডার ঢেউ আরামবাগ রোডে আছড়ে পড়েছে। দু'হাজার লোকের মুষ্টিবদ্ধ হাতে আর শ্লোগানে মুখরিত দৃশ্য, তিন বছর আগের চেনা দৃশ্য দেখতে পেয়ে রাস্তার দু-পাশের মানুষের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে দমবন্ধ পরিবেশ থেকে একটু মুক্তির স্বাদ। মিছিল ততক্ষণে খণ্ডঘোষ বিডিও অফিসের প্রাঙ্গণে কলরবে মুখরিত। বক্তব্য রাখেন কৃষকনেতা উদয় সরকার, মহফুজ রহমান, সিরাজুল ইসলাম এবং সভাপতি দেশবন্ধু হাজরা, বিডিওর কাছে প্রতিনিধিত্ব করেন সিরাজুল ইসলাম, জয়নাল মির্জা, প্রশান্ত মাঝি, অশোক রায়।

এদিন নিমদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে পাঁচ দফা দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন দিল সারা ভারত কৃষকসভার পূর্বস্থলী -২ নং উত্তর ব্লক কমিটি। দশ

—এরপর চারের পাতায়

পুলিশের তৎপরতার অভাবে ধর্ষিতা কিশোরীর প্রাণ গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১ ডিসেম্বর, বর্ধমান : গত ৩০ সেপ্টেম্বর রায়না থানার অহ্লাদিপুর গ্রামে, বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে ঐ গ্রামেরই নিশান সেখ, অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণ করে। জীবনের প্রতি ঘৃণায় মেয়েটি বিষ খায়। মেয়েটির তরফ থেকে ৫ অক্টোবর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। বিষয়টি লোক গোচর হয়। ধর্ষণকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ও ৬ অক্টোবর কোর্টে চালন করে। ছেলেটির বয়স ১৮ বছরের কম হওয়ায়, বর্ধমানের চিফ জুডিসিয়াল মেজিস্ট্রেট ছেলেটিকে জুভেনাইল কোর্টেপাঠান। ২১ দিন পরে ছেলেটি জামিন পেয়ে গ্রামে ফিরে এসে, মেয়েটির উপর শারীরিক মানসিক অত্যাচার চালাতে থাকে। বাড়িতে হামলাও চালায়। দুষ্কৃতীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে, মেয়েটি ৩০ নভেম্বর গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। এখনও দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার না হওয়ায়, সাধারণ মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ইতিমধ্যেই চার মহিলাকে পুলিশ আটক করলেও মূল অভিযুক্ত ধরা পড়েনি। বর্ধমানের প্রাক্তন সভাধিপতি উদয় সরকার জানান, পুলিশ তৎপর হলে, এই ঘটনা না ঘটতেও পারত।

মিথ্যার অন্ধকার ম্লান করে জ্বলে উঠলো প্রাণের প্রদীপ

মামলা থেকে বেকসুর খালাস শিক্ষক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৩০ নভেম্বর : অবশেষে বেকসুর খালাস পেলেন প্রদীপ সাহা। একটি খুনের মামলায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে মিথ্যাভাবে তাকে জড়িয়ে গ্রেফতার করা হয়েছিল। প্রদীপ সাহা হলেন সি পি আই(এম) পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির সদস্য। শুধু তাই নয়, একজন ছাত্র-দরদী শিক্ষক হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। তিনি পারুলিয়া কুলকামিনি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্র থেকে তিনি সি পি আই(এম)-এর প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তিনি পরাজিত হন, কিন্তু তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তার জন্য রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সাজানো মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পরিবর্তন পরবর্তী রাজনৈতিক প্রতিহিংসা হল রাজনীতির অন্যতম উপাদান যাতে বিরোধী বিপক্ষকে সাজানো মামলা ও নানাবিধ হামলায় ত্রস্ত করতে চেয়েছে সরকার। কিন্তু ২৬ নভেম্বর মামলার রায়ে বিচারপতি তাঁদের বেকসুর মুক্তি ঘোষণা করেন।

২০১২ সালের ৯ জানুয়ারি পূর্বস্থলী কলেজের ছাত্র-সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলকে কেন্দ্র করে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও এস এফ আই-এর মধ্যে গোলমালে, উভয়পক্ষের কয়েকজন আহত হয়। আহতদের নবদ্বীপ স্টেট জেনারাল হসপিটালে ভর্তি করা হয়। ঐ দিন রাতেই তৃণমূলকর্মী সজল ঘোষ খুন হন। এই মামলায় স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক ও তৃণমূল একনেতার দায়ের করা মিথ্যা মামলায় প্রদীপ সাহা-কে রাত ২.৩০ মিনিটে পুলিশ তাঁর নবদ্বীপের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। ২০১২ সালের ৯ জানুয়ারি থেকে ২০১৪ সালে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত তাঁকে প্রায় তিন বছর কারাবাসে কাটাতে হয়েছে। ১০ নভেম্বর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়। অবশেষে ২৬ নভেম্বর নবদ্বীপ আদালতে রায় ঘোষণা করেন বিচারপতি। এদিন কড়া পাহারায় আদালতে পেশ করা হয় তাঁকে। আদালতে উপচে পড়া ভিড়। ১০.৩৫ মিনিটে এজলাসে আসেন মাননীয় বিচারপতি সুধীর কুমার। ১১জন অভিযুক্তকে ডাকা হয় সংক্ষিপ্ত রায়ে বিচারপতি ঘোষণা করেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমানিত হয়নি তাই তাঁদের অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া হল। রায় ঘোষণার সময় আদালত চত্বরের জনারন্যে নীরবতা। ঘোষণার পর উল্লাসে ফেটে পড়ে আদালত প্রাঙ্গণ। আইনি লড়াইয়ে সত্যের জয় হল। পাড়া প্রতিবেশি থেকে স্কুলের ছাত্ররা সকলেই আনন্দে মেতে ওঠেন। সংশোধনাগার থেকে এদিন বিকেল চারটে নাগাদ ছাড়া পান তিনি। এরপর সি পি আই(এম) পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির উদ্যোগে অঞ্জু কর সুব্রত ভাওয়াল-এর নেতৃত্বে ১০০ মিটার সাইকেল সহ হাজার হাজার মানুষ মিছিল করে তাঁকে নিয়ে যান সুলন্টু জোনাল অফিসে। হাজার-হাজার মানুষ অপেক্ষামান ছিলেন রাস্তার ধারে। জোনাল দপ্তরের সামনেই তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সি পি আই(এম) নেত্রী অঞ্জু কর, সুব্রত ভওয়াল ও প্রদীপ সাহা। প্রদীপ সাহা বলেন, কমিউনিস্টরা ব্যক্তি হত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। আমরা শ্রমজীবী সহ সর্বস্তরের মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই করি, মানুষের যে ভালবাসা পেয়েছি তা আগামী সংগ্রামে আমার প্রত্যয়কে আরো দৃঢ় করবে।

লেখক শিল্পী সংঘের বর্ধমান জেলা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, বর্ধমান নবম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল শহিদ কমল গায়েন নগর ও অমল বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে (কয়লা শ্রমিকভবনের সভাকক্ষে)। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংগঠনের রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠনের যথা ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, জনবাদী লেখক সংঘ ও পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী লোকশিল্পী সংঘের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে প্রদীপ দে, ড. শান্তরাম ও শের আলি। লেখক শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের দায়িত্ব কর্তব্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য নেতা স্বপন চট্টোপাধ্যায়। সম্মেলন ৫৭ জনের নতুন কমিটি ও ১৫ জন উপদেষ্টামণ্ডলী নির্বাচিত হয়। সভাপতি সলিল ভট্টাচার্য, যুগ্ম সম্পাদক সুকমল ঘোষ, অনুপ মিত্র, কোষাধ্যক্ষ কার্তিক দাস ও অফিস সম্পাদক পরেশ মণ্ডল নির্বাচিত হন। ১৬৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

নাট্য সন্ধ্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৯ নভেম্বর : আজ সন্ধ্যায় সংস্কৃতি লোকমঞ্চে বর্ধমান অঙ্গীকারের দুটি ছোটো নাটক মঞ্চস্থ হয়। একটি মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মিঃ রাইট' এবং অপরটি দেবল গুহরায় রচিত 'ফোরিকরা রঙ'। নাটক দুটির নির্দেশনায় ছিলেন অমিতাভ চন্দ্র। দর্শকদের প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছে দুটি নাটকই।

ডাক কর্মী বন্ধুদের প্রতি

আমাদের বহু গ্রাহকের অভিযোগ পত্রিকা সময়ে পাচ্ছেন না। কখনও কখনও দু-তিনটি সংখ্যা একসঙ্গে পাচ্ছেন। আবার কেউ কেউ পাচ্ছেনও না। ডাককর্মী বন্ধুদের প্রতি আমাদের আবেদন, গ্রাহকদের সময়ে পত্রিকা দিয়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

চোখের জলে বিদায়, ছোট রেল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ নভেম্বর : কু-ঝিক-ঝিক রেল ইতিমধ্যেই আমাদের স্মৃতি থেকে মুখে গেছে। শেষ ন্যারেগেজ ডি এম ইউও আজ বিদায় নিল। এ. কে. বি. কে রেল—যা চলত বর্ধমান থেকে কাটোয়া। এ.কে, বি.কে বিদান নিল মানুষের চোখের জলে। বছর তিনেক আগেই সীমিত হয়েছিল বলগনা-কাটোয়া রেলে। বর্ধমান থেকে বলগনা ব্রডগেজ সম্প্রসারিত হয়েছে। বৈদ্যুতিকীরণ হয়েছে। আজ বিকেলে বলগোনা কাটোয়া ট্রেনও তার শেষ যাত্রা শুরু করলো; হাজার-হাজার মানুষ বলগনা স্টেশনে শাঁখ উলু-ফুল মালা ও চোখের জলে শেষ বিদায় জানালো এই ট্রেনকে।

ছবি : সদন সিন্‌হা

বোরোর জল : আন্দোলনে কৃষকসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ নভেম্বর : বোরো চাষে জলের দাবিতে আন্দোলনে নামছে বর্ধমান জেলা কৃষকসভা। জেলা পরিষদের সভাধিপতি বোরো চাষে জল না দেওয়ার কথা ঘোষণা করলে তীব্র ক্ষোভ জানান কৃষকসভার জেলা সম্পাদক আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল। ঘোষণা শুনেই ২৬ নভেম্বর ব্লকে ব্লকে বিক্ষোভ জানায় কৃষকসভা। আগামী দিনে আরো বড়সড় আন্দোলনে যাবার কথা ঘোষণা করেন সম্পাদক।

২৬ নভেম্বর জেলা দপ্তরে সাংবাদিকদের কাছে তিনি জলাধারে জল না থাকার জন্য রাজ্য সরকারকেই মূলত দায়ী করেছেন। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এমনটা ঘটেনি। রাজ্য সরকার তখন তেনুঘাট থেকে জল কিনে বোরো চাষে জল দিয়েছে। তাই তাঁর দাবি, পানীয় জলের জন্য এবং কৃষকদের স্বার্থে জল কিনে কৃষককে বাঁচাতে হবে।

তিনি জানান, আশ্বিন মাসে 'হুদহুদ' নিম্নচাপের বৃষ্টির জল ডিভিসি ধরে না রেখে জলাধার থেকে কয়েক লক্ষ কিউসেক জল ছেড়ে দিয়েছে। অথচ হুদহুদ-এর সতর্কবার্তা পশ্চিমবাংলার জন্য ছিল না। ডিভিসি-র এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে কেন্দ্রকে একটি চিঠিও লেখেননি মুখ্যমন্ত্রী।

বোরো চাষে জল ছাড়লে একদিকে যেমন কৃষক উপকৃত হয়, অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ জলকে অনেকটাই বাড়াতে সাহায্য করে। ফলে এবার পানীয় জলের সংকট চরম আকার নেবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

নতুন চিঠি

১ ডিসেম্বর, ২০১৪

ঢেউ উঠছে , কারা টুটছে

গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে আন্দোলনের বার্তা। শাখা স্তরে সি পি আই(এম)-এর বিশেষ অধিবেশন শেষ হয়েছে। চলছে লোকাল, জোনাল সম্মেলনগুলি। পাশাপাশি কৃষকসভা সরব হচ্ছে মিছিলে মিটিং সমাবেশে কৃষকের ন্যায্য দাবি-দাওয়া নিয়ে। ইতিমধ্যেই ক্ষেতমজুররা তাদের মজুরির প্রশ্নে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। ২৬ নভেম্বর জেলা জুড়ে মিছিল, পথ-অবরোধের মধ্যে দিয়ে তাঁদের দাবি সনদকে তুলে ধরেছেন। বহু পঞ্চায়েতে মানুষ একশো দিনের কাজের মজুরি প্রদানের দাবিসহ দুর্নীতির বিরুদ্ধে ডেপুটেশনে শামিল হয়েছেন। কৃষকসভার উদ্যোগে ফসলের লাভজনক দামের দাবিতে, সার-কীটনাশকের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সভা হয়েছে। এর মধ্যেই কৃষকের মাথায় আঘাত এই মরশুমে সেচের জল না দেওয়ার ঘোষণায়। এতে শুধু রবিচাষ নয়, দামোদর ক্যানেলের সেচ-সেবিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বোরোধান চাষও ব্যাহত হবে। বোরো চাষ কৃষকের হাতে দুটো পয়সার যোগান দেয়। কিন্তু সেচের জল না মিললে সোনার ধান ফলবে কি করে? বোরো চাষে উপরের জলের চেয়ে ফসলের গোড়ায় জলের প্রয়োজন হয় বেশি। স্বাভাবিকভাবে কৃষকসভা বোরোরসহ রবি মরশুমের জন্য ভিন রাজ্য থেকে জল ক্রয় করে কৃষকদের দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। এই দাবি নিয়ে তারা আন্দোলন গড়ে তুলবে কৃষকসভা।

গত তিন বছর নানা আক্রমণের মুখে গ্রাম বাংলার মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। নীতিহীনতা, দিশাহীনতায় তাদের মনে নতুন করে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। গ্রাম জীবনে কৃষকের সঙ্কট, ধারাবাহিক আত্মহত্যা তাদের চোখের সামনে সত্যিটাকে আর একবার তুলে ধরেছে। তাই আন্দোলন দানা বাঁধছে। সাড়া দিচ্ছেন মানুষ। ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে, প্রাণ জাগছে। জাগছে গ্রামের মানুষ।

শ্রীনিবাস রামানুজন-কে নিয়ে প্রদর্শনী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ নভেম্বর : বিশ্ববিখ্যাত গনিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজন-এর জীবনীর উপর এক ভ্রাম্যমান প্রদর্শণী ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো বর্ধমান বিজ্ঞান কেন্দ্রে। শ্রীনিবাস রামানুজন-এর জীবনীর উপর সেমিনারের উদ্বোধন করেন জেলাশাসক সৌমিত্রমোহন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর ডঃ নিরঞ্জন গুপ্তা, কুরুক্ষেত্র বিজ্ঞান কেন্দ্রের রাজ মালহোত্রা এবং তিরুপতি বিজ্ঞান কেন্দ্রের আর মনিকুণ্ডল। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন নিখিলেশ বিশ্বাস এবং রাজনারায়ণ দাস। তাঁর জীবনীর উপর এক চিত্র প্রদর্শনী হয়। অনুষ্ঠানে ফিনল্যাণ্ড ও থাইল্যাণ্ড থেকে ২৫ জনের এক প্রতিনিধিদল হাজির ছিলেন।এছাড়াও বর্ধমান শহরের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এক ডজন প্রশ্ন

১. হাস্যকৌতুক অভিনেতা রবি ঘোষ-এর আসল নাম কী ছিল? তিনি কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

২. ডিনামাইট কে আবিষ্কার করেন? কবে তিনি পেটেন্ট পান?

৩. প্রখ্যাত যাত্রাপালাকার ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? কবে তিনি প্রয়াত হন?

৪. আন্তর্জাতিক নারী প্রতিরোধ দিবস কবে পালিত হয়? রাষ্ট্রসংঘের সাধারণসভা কবে এইদিন পালনের আহ্বান জানায়?

৫. আমূল দুধ-এর প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? তিনি কবে জন্মান?

৬. ভারতের সংবিধান কবে সংবিধান পরিষদে অনুমোদিত হয়? কোন রাষ্ট্রপতি তাতে প্রথম স্বাক্ষর করেন?

৭. 'সিংহের এক মুহূর্তের জীবন, শৃগালের হাজার বছরের জীবন অপেক্ষা উত্তম' কে বলেছিলেন? তিনি কবে শহিদ হন? কবে তাঁর জন্ম?

৮. আলবেনিয়া দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?

৯. রাষ্ট্রসংঘ গঠনের প্রস্তাব কোন বৈঠকে কবে আলোচনা হয়? এই বৈঠক কে কে করেন?

১০. রাষ্ট্রসংঘ কবে প্যালেস্তাইনকে ইহুদি ও আরবদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার আহ্বান জানায়?

১১. প্রখ্যাত মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত কবে প্রয়াত হন? কোথায়? কবে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

১২. প্যালেস্তাইন কবে রাষ্ট্রসংঘে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের মর্যাদা পায়? পক্ষে ভারত সহ কটি দেশ ভোট দেয়? কটি দেশ বিরোধিতা করে? এদের মধ্যে অন্যতম কারা?

(উত্তর শেষের পাতায়)

এঙ্গেলস ও মার্কসবাদ

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

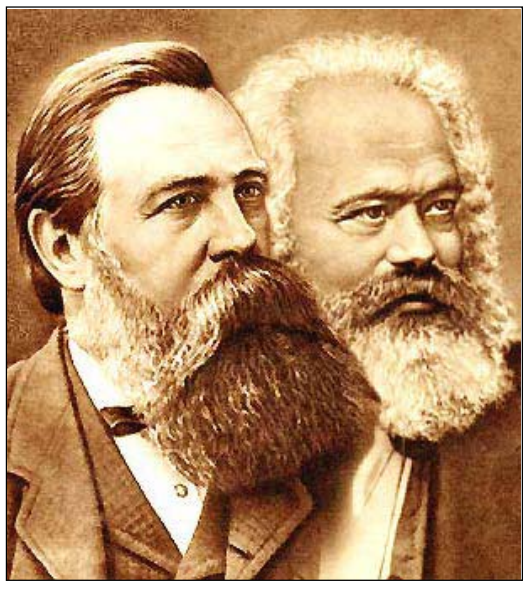

মার্কসবাদ শুধুমাত্র মার্কসের নাম বহন করে চললেও এই প্রয়োগবাদী তত্ত্ব মার্কস ও এঙ্গেলস এই দুই মনীষী ও সংগ্রামীর, তাত্ত্বিক ও প্রয়োগবিদের, ব্যক্তিগত ও চিন্তাগত বন্ধুত্বের ফসল। এঙ্গেলসের মনীষা তাঁর একক রচনাগুলিতেও যেমন উদ্ভাসিত, মার্কসের সঙ্গে যুগ্ম রচনাগুলির মধ্যেও তেমনি এক অতুলনীয় সংশ্লেষে আবদ্ধ। আসলে মার্কস ও এঙ্গেলস হয়ে উঠেছিলেন একে অপরের পরিপূরক। কখনও তাঁরা নিজেদের বৌদ্ধিক শ্রমকে একত্রিত করেছেন, কখনও বিভাজন করে নিয়েছেন, কিন্তু সর্বদাই পারস্পরিক আলোচনা ও বিতর্কের দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়ে চিন্তার নব নব দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছেন। মার্কসবাদের তত্ত্ব নির্মাণে এঙ্গেলসের প্রকৃত ভূমিকা নির্নয়ে তাই মার্কসের সঙ্গে এঙ্গেলসের মনন-সংশ্লেষের প্রক্রিয়াটিকে একটু গোড়া থেকে দেখা দরকার।

এঙ্গেলসের জন্ম ২৮ নভেম্বর, ১৮২০। মার্কস থেকে তিনি আড়াই বছরের ছোট ছিলেন। দুজনেরই জন্ম জার্মানির রাইন প্রদেশে। ১৭ বছর বয়সেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ছেদ ঘটিয়ে এঙ্গেলসের বয়ন-ব্যবসায়ী পিতা তাঁকে পারিবারিক ব্যবসার শিক্ষানবিশিতে লাগিয়ে দেন। এই বাধ্যতার মধ্যেও এঙ্গেলস অবসর সময় কাটাতেন ইতিহাস-দর্শন-সাহিত্য ইত্যাদি অধ্যয়নে ও কবিতা লেখায়। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিতও হতে থাকে। উদ্বিগ্ন পিতা এবার তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন ব্রিমেন-এর এক রপ্তানি প্রতিষ্ঠানের অস্থায়ী চাকরিতে। ১৮৪১-এর মার্চে সেখান থেকে ঘরে ফিরে আসার পরই এঙ্গেলসকে সামরিক বাহিনীর তলবে গোলন্দাজ বাহিনীর ভলান্টিয়ার হিসাবে এক বছরের জন্য বার্লিনে যেতে হয়। সেখানে এক বছর কাটিয়ে ১৮৪২-এর অক্টোবরে তিনি ফিরে আসেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই আত্মশিক্ষালব্ধ জ্ঞানের গভীরতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এঙ্গেলস প্রতিভাদীপ্ত লেখনীর মাধ্যমে তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটিয়ে জার্মানির বৌদ্ধিক জগতে আলোড়ন তুলে ফেলেছেন। তাতে তাঁর রক্ষণশীল পিতা আতঙ্কিত হয়ে এঙ্গেলসকে জার্মানি থেকে সরিয়ে ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টারে পাঠিয়ে দেন নিজের অংশীদারিত্বে পরিচালিত বয়ন কারখানায়। ১৮৪২ সালের নভেম্বরে এই উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে যাবার পথে এঙ্গেলস কোলোন-এ Rheinische Zeitung পত্রিকার দপ্তরে যান। এই পত্রিকায় তিনি লিখতেন। অন্যদিকে সেই বছরই এই পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মার্কস। পত্রিকার দপ্তরেই মার্কসের সঙ্গে এঙ্গেলসের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। কিন্তু সে সাক্ষাৎ ছিল নিতান্তই শীতল, কেননা Young Germany ও বিশেষত The Free নামক গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ মার্কসের ঠিক মনঃপুত ছিল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এঙ্গেলসের এই গোষ্ঠীগত সংযোগের পর্যায়গুলি ছিল একের পর এক নেতির মাধ্যমে তাঁর মৌলিক চিন্তাধারার ক্রমিক উদ্বর্তনের ইতিহাস। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিশ্লেষণে ক্রমশ তিনি মার্কসের সমীপবর্তী হয়ে উঠেছিলেন। এই চিন্তাগত সামীপ্যই উভয়ের সাক্ষাৎ ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক যুগ্ম প্রয়াসে পরিণত হয়।

১৮৪৪ সালে সরকারি কোপ ও পত্রিকা-কর্তৃপক্ষের চাপের মুখে মার্কস Rheinische Zeitung পত্রিকার সম্পাদকপদ ত্যাগ করে জার্মানি ছেড়ে ফ্রান্সের প্যারিসে চলে আসেন এবং আর্নল্ড রুজ এই পত্রিকায় লেখার জন্য এঙ্গেলসকে অনুরোধ জানান। এঙ্গেলস চারটি প্রবন্ধ লেখেন যার মধ্যে ১৮৪৪-এর ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত Outlines of a Critique of Political Economy শীর্ষক দ্বিতীয় প্রবন্ধটি মার্কসের নজর কাড়ে এবং তাঁর ও এঙ্গেলসের মধ্যে পত্রযোগে ভাবের আদান-প্রদান শুরু হয়। আগস্ট মাসের শেষদিকে ব্যবসাসূত্রে প্যারিসে এসে এঙ্গেলস মার্কসের সঙ্গে দশ দিন কাটিয়ে যান এবং তাঁদের আজীবন বন্ধনের সূত্রপাত ঘটে। এঙ্গেলসের নিজের কথায়, ''১৮৪৪-এর গ্রীষ্মকালে প্যারিসে আমি যখন মার্কসের সঙ্গে দেখা করি তখন সমস্ত তাত্ত্বিক প্রশ্নে তাঁর সঙ্গে আমার পূর্ণ ঐকমত্য স্পষ্ট হয়ে যায় এবং আমাদের যুগ্ম প্রয়াসেরও শুরু সেই সময় থেকেই।'' (Selected Works 3\178) ১৮৪৪-এই প্রথম তাঁরা যুগ্মভাবে রচনা করেন The Holy Family। এই গ্রন্থে তাঁরা নব্য হেগেলপন্থী ব্রুনো বাওয়ার ও তাঁর সহচিন্তকদের ভাববাদী দর্শনের বিধ্বংসী সমালোচনা করে বলেন, বীরেরা নয় জনগণই ইতিহাস রচনা করে এবং শ্রমিক শ্রেণিই সেই সামাজিক শক্তি যা সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম।

প্রায় দু-বছর এঙ্গেলস ইংল্যান্ডে থাকেন এবং শ্রমিক জীবনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। ১৮৪৫ সালে সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রয়াসে রচিত এঙ্গেলসের Conditon of the Working Class in England গ্রন্থে তিনি ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের সারসত্য ও আর্থ-সামাজিক ফলাফলের সুগভীর বিশ্লেষণ করেন এবং শ্রমিক শ্রেণির দুরবস্থার মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরে তাকেই পুঁজিবাদের কবর-খনকের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের যোগ্য শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেন।

সাইলেসিয়ান তাঁতিদের বিদ্রোহের প্রতি সমর্থন জানানোর অপরাধে ফ্রান্স সরকারের উপর জার্মান তথা প্রাশিয়ান সরকারের চাপে ১৮৪৫ সালেই মার্কসকে ফ্রান্স ছাড়তে হয়। জার্মান নাগরিকত্ব ছেড়ে তিনি বেলজিয়ামের ব্রুসেলসে চলে আসেন। পিতার চাপে অতিষ্ঠ এঙ্গেলসও ব্রুসেলসে চলে এসে মার্কসের সঙ্গে মিলিত হন। ১৮৪৬ সালে তাঁদের যুগ্ম প্রয়াসে রচিত হয় দ্বিতীয় গ্রন্থ German Ideology। তবে প্রকাশক না মেলায় তাঁদের জীবৎকালে গ্রন্থটি প্রকাশ পায়নি। এই গ্রন্থে তাঁরা হেগেলের ভাববাদী দর্শন, নব্য হেগেলেপন্থীদের মন্ময় ভাববাদ এবং ফায়েরবাখীয় যান্ত্রিক বস্তুবাদের বিশদ সমালোচনার মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মৌলিক ধারণাগুলি সূত্রায়িত করেন। মার্কসবাদের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তৈরি হয়। প্রকৃত বিচারে এই গ্রন্থটিকেই মার্কস ও এঙ্গেলসের মনন-সংশ্লেষে রচিত প্রথম গ্রন্থ বলা যায় কেননা The Holy Family ছিল তাঁদের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে লিখিত বিভিন্ন পরিচ্ছেদের একটি সংকলন।

কমিউনিস্ট মতাদর্শীদের মধ্যে সংযোগ গড়ে তোলার জন্য ১৮৪৬ সালে মার্কস ও এঙ্গেলস বিভিন্ন দেশে Communist Correspondence Committee গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৮৪৭-এ তাঁদের উদ্যোগেই কেন্দ্রীয়ভাবে League of the Just-কে পুনঃসংগঠিত করে Communist League-এর প্রতিষ্ঠা হয় এবং তার আদর্শবাক্য All men are brothers-কে পাল্টে করা হয় Workers of all countries unite। লিগের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন মার্কস এবং ১৮৪৭ সালের নভেম্বরে লন্ডনে অনুষ্ঠিত লিগের কংগ্রেস থেকে তাঁকে ও এঙ্গেলসকে একটি পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দলীয় কর্মসূচি প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে বেলজিয়ামের পুলিশ মার্কসকে গ্রেপ্তার করে ও দেশত্যাগে বাধ্য করে। মার্কস ফ্রান্সে চলে আসেন এবং সেখানেই ১৮৪৮-এর বিখ্যাত ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কয়েক সপ্তাহ আগে এঙ্গেলসের সঙ্গে যুগ্মভাবে রচনা করেন কালজয়ী Manifesto of the Communist Party। জার্মান ভাষায় রচিত এই ইস্তেহারটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে। এরপর একের পর এক ফরাসি, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। এঙ্গেলস অবশ্য 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো' রচনায় নিজের ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো'-র ১৮৮৮ সালের ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকায় সবিনয়ে বলেছিলেন, ''কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো আমাদের যুগ্ম রচনা হলেও একথা আমি বলতে বাধ্য যে এর মর্মবস্তু একান্তভাবেই মার্কসের। ... জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডারউইনের তত্ত্বের যে অবদান, ইতিহাসের ক্ষেত্রে মেনিফেস্টোর তত্ত্বের অবদানও তাই। ১৮৪৫ সালের আগেকার কয়েক বছর ধরে আমরা দুজনেই সেই দিকে এগোচ্ছিলাম। এককভাবে আমি কতদূর এগোতে পেরেছিলাম তা আমার Condition of the Working Class in England গ্রন্থেই ধরা আছে। কিন্তু ১৮৪৫ সালের বসন্তকালে ব্রুসেলস-এ যখন মার্কসের সঙ্গে আমার দেখা হল তখন দেখলাম সে পুরো বক্তব্যটাই চমৎকারভাবে তৈরি করে ফেলেছে।'' কিন্তু কার্যত মেনিফেস্টোর মর্মবস্তু মার্কস ও এঙ্গেলস উভয়েরই মনন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বান্দ্বিকতা-জাত অভিন্ন এক তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ-প্রকল্পেরই মর্মবস্তু এবং তা মার্কসবাদেরও মর্মবস্তু। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

লোকশিল্পীদের পরিচয়পত্র প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ নভেম্বর : জেলার লোকশিল্পীদের নাম নথিভুক্তিকরণের অনুষ্ঠান হল ২৬ নভেম্বর বর্ধমানের টাউনহলে। গোটা জেলা অর্থাৎ আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের পাশাপাশি কৃষি অঞ্চলের লোকশিল্পীরা এদিনের অনুষ্ঠানে অংশ নেন। আদিবাসী গান, নাচ, ঢাকিদার, রণপা নৃত্য থেকে লেটো গান আলকাপ শিল্পীদের সরকারি পরিচয়পত্র প্রদাণ করা হয়।

জানা যায় বংশপরম্পরায় ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন লোকগান, লোকশিল্পের সঙ্গে যারা যুক্ত আছে, তারা নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। মাসে চারটি করে বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে লোকশিল্পীরা গান, নাচের সুযোগ পাবেন। নথিভুক্ত লোকশিল্পীদের নিয়ে সরকারি প্রচারের কাজে লাগানো হবে। এছাড়া গ্রামে-গঞ্জে বিভিন্ন সচেতনতামূলক বিষয়ে লোকশিল্পীরা গান ও নাচের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার কাজ করবেন। এরজন্য নথিভুক্ত শিল্পীগণ অর্থ পাবেন।

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

বিজ্ঞান আন্দোলন ও বর্তমান সময়ে আমাদের কর্তব্য

তাপস সামন্ত

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের জনপ্রিয় লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মনে করতেন, বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক উপাদান কেবল একই নয়, তারা সমজাতীয়ও। আসলে, শিল্পী সৌন্দর্য দেখে আনন্দ পায়, আর বৈজ্ঞানিক কার্য-কারণ সম্পর্কের উপলব্ধি প্রাপ্ত হয়ে আনন্দ পায়। তাঁর মতে দুই আনন্দই অভিজ্ঞতাজাত। তাঁর এই পরম উপলব্ধিই আবার Richavel Feynman -এর ভাষায় 'The sheer pleasure of finding out how the world worked.' অথচ বিজ্ঞানের বাস্তবিক, ব্যবহারিক ও আর্থিক উপযোগিতা কখনওই রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে দার্শনিক উপাদান হিসাবে গ্রাহ্য হয়নি। আবার ভারতীয় সমাজ ও শিক্ষার আধুনিকীকরণের অন্যতম পথিকৃৎ রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এই ব্যবহারিক ও আর্থিক উপযোগিতার প্রতি তীব্র অনুরাগ ছিল। যা ছিল মূলত বেকনীয় দর্শনজাত বিজ্ঞানের ভাবনা। যেখানে বিজ্ঞানের বস্তুবাদী ও ধনবাদী রূপটিই সর্বদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইভাবে বিবিধ ধারার দার্শনিক উপাদানেই বিজ্ঞানের সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছে।

বিজ্ঞানের নিত্য-নতুন আবিষ্কার মানব-সভ্যতা বিকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। বিজ্ঞানের এই অভূতপূর্ব অগ্রগতির মধ্যে আজও আমরা পৃথিবীব্যাপী দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ছবি দেখতে পাই। যার থেকে বোঝা যায় যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্ত মানুষের জন্য, বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য ব্যবস্থা করা যায়নি। বিজ্ঞানের আবিষ্কার যেমন পারমাণবিক বোমার ধ্বংসলীলায় ব্যবহৃত হয়েছে তেমনই যকৃৎ কিংবা হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপনের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রাণদানের ব্যবস্থাও করেছে। তাই, বিজ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ও প্রগতির এক অবিচ্ছেদ্য লড়াই আজও রয়েছে।

বিজ্ঞানের সুফলকে যাতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথী করা যায় তার জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন বিকশিত হতে লাগল। এই বাংলাতেও বিদ্যাসাগর, রামমোহন, ডিরোজিওর পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কার-বিরোধী প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনার একটি শক্তিশালী ধারা অনেক আগেই বিকশিত হয়েছিল। যা পরবর্তীকালে কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছিল। আন্দোলনের এই ধারাটি আমাদের রাজ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সাথে আরও বিকশিত ও শক্তিশালী হয়। সংস্কারবিরোধী এই আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে মানুষকে বিজ্ঞানের সার্বজনীন দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করতে ও সর্বোপরি মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করতে এই বাংলায় স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বহু বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে ওঠে। সেই সময় কিছু মানুষও ব্যক্তিগতভাবে এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠেন। গত শতাব্দীর ছয় ও সাতের দশকে মানুষের চিন্তার বিকাশের এই আন্দোলনকে একসূত্রে গ্রথিত করে একটা সামগ্রিক রূপ দিতেই ১৯৮৬ সালের ২৯ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের জন্ম হয়।

অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষের অজ্ঞতাকে ব্যবহার করে একদল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নানা ধরনের তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার সাহায্যে মানুষকে ঠকায়। তার বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে মানুষকে সচেতন করাই এই সংগঠনের অন্যতম কাজ। সামাজিক স্বার্থে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা এবং বিজ্ঞানের সুফল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি, কর্মসূচি ও আন্দোলন গড়ে তোলাই পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের মতো জনবিজ্ঞান সংগঠনের অন্যতম কর্তব্য। সভ্যতার বিকাশের সাথেই কৃষি ও শিল্পের বিকাশ ঘটে। আর এই বিকাশের অন্যতম চালিকাশক্তি হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সময়োপযোগী প্রয়োগ। সেই কারণে, জনবিজ্ঞান আন্দোলনে একদিকে যেমন সময়োপযোগী প্রযুক্তি উপভোক্তাদের মধ্যে হস্তান্তর করার উদ্যোগ নেওয়া দরকার, তেমনই অন্যদিকে যে সমস্ত প্রযুক্তি আমাদের দেশের স্বনির্ভরতাকে বিপন্ন করে তুলতে পারে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। বিজ্ঞান ও শিক্ষাকে শিশুদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করতে ধারাবাহিকভাবে শিশু বিজ্ঞান উৎসবের মতো কর্মসূচি নেওয়া দরকার। পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি গড়ে তুলতে স্কুলে ইকো-ক্লাব কর্মসূচির সাথে যুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এছাড়াও পরিবেশ বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নীতি ও চুক্তি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সম্যক ধারণা গড়ে তোলাও এই সংগঠনের দায়িত্ব। জলাভূমি সংরক্ষণ, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, গঙ্গা-দূষণ রোধে জনচেতনা গড়ে তোলার মতো অসংখ্য কর্মসূচি রয়েছে, যা বিজ্ঞান আন্দোলনকে আরও পরিব্যাপ্ত করতে পারে। টেকসই কৃষি বিকাশের স্বার্থে, কৃষককে মাটি পরীক্ষা করে সুষম সার, কেঁচোসার, জৈব সার প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করা ও কম জল নির্ভর বিকল্প শস্য চাষে প্রশিক্ষিত করাও বিজ্ঞান আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

জনবিজ্ঞান আন্দোলনের বহুধা বিস্তৃত এই কর্মসূচির অন্যতম চালিকা শক্তি হলো এর সুশিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনী। স্থানীয় সংস্কৃতির উপাদানগুলিকে ব্যবহার করে বিজ্ঞানের উল্লিখিত জটিল বিষয়গুলিকে অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় নাচ, গান, নাটক, পুতুল নাচ ও সিনেমার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ধারাবাহিক চেষ্টা করতে হবে। বৈজ্ঞানিক সত্য এবং প্রযুক্তির প্রকৌশল কখনওই স্থান, কাল ও গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। মনে রাখতে হবে, অনেক সময় মানুষের শিক্ষা ও সচেতনতা এমন স্তরে থাকে, যা কোনো একটি প্রযুক্তি থেকে প্রাপ্ত সুফল গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়। আবার অনেক সময় দূষণ ও কিছু আপাত-দুর্ঘটনার আশঙ্কাকে মেনে নিয়েও সভ্যতা ও সমাজের প্রয়োজনেই আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে প্রয়োগ করতে হয়। তাই কোনো একটি সমাজে সাধারণ মানুষের শিক্ষা, সচেতনতা ও বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার পরিবর্তে যদি কেবলমাত্র প্রযুক্তি ক্রয় ও প্রণয়নের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা হয় তাহলে তা ব্যর্থ হয়। আবার অনেক সময় ঘৃণ্য রাজনীতির জন্যই প্রযুক্তি প্রয়োগ বিলম্বিত হয়। পক্ষান্তরে, যদি অন্ধের মতো যাচাই না করে কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদীদের তুষ্ট করার জন্যই দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার বিনিময়ে জোরপূর্বক প্রযুক্তির প্রয়োগ করা হয়, তারও ক্ষতিকারক প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়। সেই বিচারে আমাদের মতো দেশে জনবিজ্ঞান সংগঠনের ক্ষেত্রটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সম্ভাবনার অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজ করার মতো মানসিক দৃঢ়তা ও দক্ষতা আমাদের জনবিজ্ঞান কর্মীদের আছে কিনা তা দেখতে হবে। বর্তমান সময়ের উপযোগী বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করে কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষিত করতে পারছি কিনা তা দেখা দরকার। এই পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানকর্মীদের দার্শনিক ভিত্তিটাকে যাতে আরও মজবুত করা যায় তার জন্য বিষয়সূচি ঠিক করে আলোচনা করা দরকার। সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রটি পরিস্থিতি সাপেক্ষে যাতে অটুট থাকে তা দেখা একান্ত প্রয়োজনীয়। কীভাবে সাংগঠনিক ক্ষেত্রটিকে অবস্থা অনুযায়ী পুনর্নির্মাণ করা যায় তার জন্য আলোচনা করা দরকার। মনে রাখতে হবে, এ ক্ষেত্রে পারস্পরিক দোষারোপ সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। এখন প্রয়োজন নতুন উদ্যমে নতুন পরিস্থিতির উপযোগী পরিকল্পনা ও পরিচালন পদ্ধতি স্থির করা। বিজ্ঞানের সার্বজনীনতাকে ব্যবহার করে যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। যাতে রাজনৈতিক মত ও পথ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ এই আন্দোলনের অঙিনায় আসতে পারে। এই সমস্ত কর্মী, যাঁরা বিজ্ঞান আন্দোলন পরিচালনার কাজে যুক্ত হবে না, তাদের ধারণাকে আরও স্বচ্ছ করার জন্য প্রশিক্ষণ শিবির করতে হবে। দেখতে হবে, কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ এবং যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে সংগঠনকে দক্ষ ও যোগ্য হিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম এমন ব্যক্তিরা যাতে সহজাতভাবেই নেতৃত্বে আসতে পারে। কোনো অবস্থাতেই কোনো বিশেষ রাজনীতি বা রাজনৈতিক মতের পৃষ্ঠপোষকতা যেন বিজ্ঞান আন্দোলনের আঙিনা থেকে না করা হয়।

অচেনা রোগ—এবোলা

অশ্বিনীকুমার

দিল্লির বিমানবন্দরে এক প্রবাসী ভারতীয়কে আটক করা হয়েছে। কোনো বোমা হামলার আতঙ্কে নয়। যাকে ধরা হয়েছে সে আতঙ্কবাদী নয়। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে সারা দেশে। খবরের শিরোনামে এসেছে সেই ব্যক্তি।

আসলে সেই ভদ্রলোক আফ্রিকা থেকে এসেছেন এবং এবোলা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই দেশে। তারপর সুস্থ হয়ে এসেছেন ভারতে। কিন্তু এখন অসুস্থ না হলেও এবোলা ভাইরাসের চিহ্ন পাওয়া গেছে ওনার শরীরে। এতেই যতো বিপত্তি।

এ কোন্ রোগ এল এদেশে? সেভাবে বলতে গেলে রোগ যে এসেছে তা বলা যাবে না। কিন্তু রোগের চিহ্ন পাওয়া গেছে মাত্র একজনের শরীরে, যে রোগের অল্প কিছু জীবাণু হয়তো বয়ে নিয়ে এসেছে আফ্রিকা থেকে। এতেই গেল গেল রব উঠেছে। আসলে এই রোগের মারণক্ষমতা খুব বেশি। তাই এতো আতঙ্ক।

পশ্চিম আফ্রিকার গায়নায় ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম রোগের প্রকোপ ধরা পড়ে। এ রোগ অজানা বিষয় ছিল তা নয়। তবে ইদানীংকালের মধ্যে গত বছর ডিসেম্বর থেকে পশ্চিম আফ্রিকার এই রোগ কেড়ে নিয়েছে বহু প্রাণ। এখন ও এই রোগ গায়না ছাড়া, সিয়েরালিওনও লাইবেরিয়াতে মহামারী আকারে প্রাণহানি ঘটাচ্ছে। বিগত এক বছরে প্রায় তেরো হাজার মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে এই দেশগুলিতে। মারা গেছে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ। এই মৃত্যুহার যে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করবে তা বলাই বাহুল্য। এই পরিসংখ্যান সম্পূর্ণ নয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মত তাই। বহু মানুষ এইসব দরিদ্র দেশে মারা যাচ্ছেন বিনা চিকিৎসায়। তাদের মৃতদেহের সৎকার হচ্ছে মৃত্যুর কারণ নির্দিষ্টভাবে জানার কোনো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ছাড়া। ফলে হিসাব বহির্ভূত মৃত্যুর সংখ্যা ফেলনা নয়।

এ বছর অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়তে দেখা গেছে এইসব দেশে। এই তিনটি দেশ বাদে আফ্রিকার সেনেগাল, নাইজেরিয়া ও মালিতে রোগ ছড়িয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে।

এবোলা হল ভাইরাসঘটিত রোগ। শরীরে ভাইরাস ঢোকার দুই থেকে একুশ দিন পর রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। সাত থেকে নয় দিনের মধ্যে মাথাব্যথা, গলাব্যথা, জ্বর, দুর্বলতা ইত্যাদি চিহ্ন প্রকাশ পেতে থাকে। দশদিনের মাথায় বমি, রক্ত পায়খানা হতে পারে। এগারো দিনের দিন শরীরের নানা জায়গা থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে, মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বারো দিনের মাথায় শরীরের ভেতরে রক্তক্ষরণ হতে পারে ও রোগী মারা যেতে পারে।

ভাইরাসটি সম্ভবত আফ্রিকার এক ধরনের বাদুরের শরীরে স্বাভাবিকভাবে থাকে। বাদুর থেকে নানা ধরনের বন্য প্রাণীতে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ এইসব প্রাণীর সংস্পর্শে এসে বা প্রাণীর মাংস খেয়ে রোগাক্রান্ত হয়। ভাইরাসটি কোনো বস্তুতে কয়েক ঘন্টা বেঁচে থাকতে পারে। যেমন, দরজার হাতল ইত্যাদিতে ভাইরাস বেঁচে থাকে ও রোগ ছড়াতে সাহায্য করে। ঘরের তাপমাত্রায় রক্তে ভাইরাস বেশ কয়েকদিন বাঁচতে পারে। যৌন সংসর্গে রোগ ছড়ানো সম্ভব। ঔরসে প্রায় বিরাশি দিন ভাইরাসটি বেঁচে থাকে। রোগীর শরীরের রক্ত বা যে কোনো নিঃসরণের সংস্পর্শে এলে একজন আক্রান্ত হতে পারে এই রোগে। পশুদের মধ্যে শিম্পাজি, গোরিলা, কুকুর, শুয়োর, অ্যান্টিলোপ ইত্যাদির শরীরে রোগ জীবাণু ঢুকতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে রোগীদের বেশিরভাগেরই বয়স পনেরো থেকে চুয়াল্লিশের মধ্যে। মৃত্যুহার প্রায় শতকরা সত্তরভাগ। তবে হিসাবের তারতম্য আছে। হিসাবের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে ফারাক আছে। ফলে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ বিষয়ে বিভিন্ন মতের চল আছে। কারও কারও মতে মৃত্যুহার প্রায় শতকরা চল্লিশভাগ। তবে মৃত্যুহার বর্তমানে কমতে শুরু করেছে। চিকিৎসাপদ্ধতির দ্রুত সংস্কারের মধ্য দিয়ে মৃত্যুহার কমতে শুরু করেছে।

আন্তর্জাতিক স্তরে এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য আর্থিক অনুদানের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য। ইউনাইটেড নেশনস্-এর তত্ত্বাবধানে প্রায় নয়শো অষ্টআশি মিলিয়ন ডলার খরচ করার কথা ভাবা হয়েছে গায়না, লাইবেরিয়া ও সিয়েরালিওনের জন্য। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এই রোগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আহ্বানে পৃথিবীর ঊনত্রিশটি দেশের দুশোজন বিশেষজ্ঞ এবোলা ভাইরাসের বিরুদ্ধে টিকাদানের বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। মিটিংটির মূল উদ্দেশ্য ছিল যে সমস্ত টিকা এখন তৈরির মুখে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ ও কার্যকরী টিকাটি খুঁজে বার করা ও পরীক্ষামূলকভাবে তার প্রয়োগের ফল সুনির্দিষ্টভাবে যাচাই করা। এখনও এই পথে সাফল্যের খতিয়ান খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। তবুও চেষ্টা চলছে বাজারে চলার মতো টিকা খুঁজে বার করার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এখনও ছয় থেকে নয় মাস সময় লাগবে এবোলার বিরুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য টিকা ও ওষুধ পেতে। এই পরিস্থিতিতে রোগ যাতে না ছড়ায় সে বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোই মূল লক্ষ্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এখন সেই দিকটিতে বিশেষভাবে নজর দিচ্ছে।

আমাদের জানা ইতিহাসের মধ্যে এই রোগ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান শুরু হয় ১৯৭৬ সালে জাইর-এ এবোলার সংক্রমণের মধ্য দিয়ে। এরপর এই রোগ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১৯৯৫ সালে। ১৯৯৫ সালের পর আবার এবোলা খবরের শিরোনামে আসে ১৯৯৯ সালে। প্রায় দশটি টিকা তৈরির মুখে। বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা ও সরকারি উদ্যোগে এইসব টিকা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তৈরি করা হচ্ছে। এবোলার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্র কোনটি তা আজও অজানা। রোগ প্রতিরোধে টিকার ব্যবহার আজ সকলের জানা। কিন্তু উপযুক্ত টিকা তৈরির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, এইরোগের বিরুদ্ধে আজও মানুষের নাগালের বাইরে। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে কিছু সময়।

যে দেশগুলি আজ আক্রান্ত তারা দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া দেশ। সেজন্য তাদের নির্ভর করতে হচ্ছে বিশ্বের বিবেকবান মানুষদের ওপর, যারা বহু দূর দেশের মানুষ হয়েও এদের প্রতি সহানুভূতিশীল। বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের এ এক নতুন নমুনা। কোনো এক রোগের হাত ধরে হয়তো তা আমাদের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে। আশা করা যায় জীবনের অন্যান্য সঙ্কটমুহূর্তেও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরুক থাকবে একইভাবে।

জোড়া শিশুর বিরল অস্ত্রোপচার বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ নভেম্বর : গঙ্গা-যমুনার পুনর্জন্ম হল বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। বর্ধমান জেলায় এই প্রথম এরকম বিরল ঘটনার সাক্ষী থাকলো বর্ধমান হাসপাতাল। ১১ মাস আগে হুগলি জেলার গুড়াপের বাতানগড়িয়ার বাসিন্দা কাপুড়া বেগম যমজ সন্তানের জন্ম দেয়। শুধু যমজ নয় দুটি শিশুর একটিই লিভার এবং দুটি শিশুই একেবারে জোড়া। এই বিরল ঘটনায় প্রথমে হতবাক হয়ে যায় কাপুড়া বেগম এবং স্বামী সেখ ইস্তার। গুড়াপের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে সিজারে জোড়া শিশুর জন্ম হয়। ২৭ নভেম্বর বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দীর্ঘ ৬ ঘন্টা অস্ত্রোপচারের পর দুটি শিশুকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করে নতুন জীবনে ফিরিয়ে আনেন চিকিৎসক নরেন্দ্রনাথ মুখার্জীর নেতৃত্বে ৬ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড। সেখ ইস্তার পেশায় ক্ষেতমজুর। তবে গোটা চিকিৎসার খরচ বহন করেছেন চিকিৎসকরা। জন্মের পর নার্সিহোমের নার্সরা শিশুকন্যাদুটির নাম দিয়েছিল হাসি-খুশি। তাদের বাবা-মা নাম দিয়েছে আফরিন এবং আসমা। মোট ৩০ জন চিকিৎসক ও কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রমে বর্ধমানের হাসপাতালে গঙ্গা-যমুনা পুনর্জীবন পেল। ও তাঁদের একজন প্রয়াত হয়েছে।

কালনায় ধানের অভাবি বিক্রি চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : কালনার মেদগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত জমিই তিন ফসলি অথবা চার ফসলি। ফলে ফসল তুলেই অন্য ফসল বোনার কাজ শুরু হয়ে যায়। এজন্য এখানে জলদি জাতের ধান চাষ করা হয়। ধান তুলেই পেঁয়াজ অথবা আলু চাষ চলছে কালনাতে। ফলে অভাবি বিক্রির কবলে পড়েছে কালনার চাষিরা। একটি ফসল তুলে আর একটি ফসল চাষ করতে গেলে ফসল ধরে রাখা সম্ভব নয়। আর এক চাষে নামতে গেলে খরচের জন্য আগের ফসল বিক্রি করতে বাধ্য। হয়ে এখন কালনার চাষিরা অভাবি বিক্রির কবলে।

কালনা-১ ব্লকের মেদগাছি গ্রামের সিরাজুল ইসলাম এবার তিরিশ বিঘা জমি চাষ করেছেন। ধানের ফলন ভাল হলেও ৭৫০ টাকা বস্তা বিক্রি হয়েছে। যেখানে সরকারি দাম ৮২৫ টাকা বস্তা (৬০ কেজি)। এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকার অভাবি বিক্রি আটকাতে সরকারিভাবে সহায়ক মূল্যে ধান কেনার কেন্দ্র খোলে নি। সরকারিভাবে এখন ঘোষণা করা হয়েছে প্রতি ব্লকে ১টি করে সহায়ক কেন্দ্র খোলা হবে। যদিও চাষিদের কাছে এই পরিকাঠামো কোনো কাজেই লাগবে না। কালনার চাষিরা যদিও সরকারি সুযোগ পাওয়ার আগেই বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। পরের ফসলের জন্য পেঁয়াজ অথবা আলু চাষের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। ধানের লোকসান পুষিয়ে পরবর্তী আলু অথবা পেঁয়াজ চাষে নেমেছে চাষি। উৎপাদন খরচ বেড়েছে অনেক।

এখন প্রশ্ন, ফসল ওঠার সময় আবার কি দাম পড়তে শুরু করবে? উত্তর সময়ের গর্ভে।

এখনও বাঁশের সাকো আর নৌকাই ভরসা শুটরাতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৮ নভেম্বর : শুটরাতে নদী পারাপারের একমাত্র ভরসা এখনও বাঁশের সাঁকো আর নৌকাই। মন্তেশ্বরের নীলে বাকা নদীর উপর পাকা সেতু নির্মিত হলেও শুটরাতে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়নি। অতীতের শূরনগরই অপভ্রংশ হয়ে 'শুটরা' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। শুটরা বর্তমানে খড়িনদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। খড়িনদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থিত পূর্বস্থলীর লোহাপুর গ্রাম। খড়ি নদীর পশ্চিমপাড় থেকে একটি পাকা সড়ক বর্ধমান শহরের সাথে যুক্ত। পূর্ব পাড় থেকে একটি সড়ক নদীয়ার নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগরের সাথে যুক্ত। দুই পাড় থেকেই নিয়মিত বাস, অটো, ট্রেকার চলাচল করে। কিন্তু দু পাড়ের মাঝখানের খড়ি নদীটুকু পারাপারের একমাত্র ভরসা নৌকা ও বাঁশের সেতু।

খড়ি নদীতে শীতের সময় জল কমে গেলে বাঁশের সেতু বানিয়ে লোকজন পারাপার হয় পয়সার বিনিময়ে। বর্ষার সময় নৌকা ছাড়া গতি থাকে না। মন্তেশ্বরের মামুদপুর -২নং গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ইজারা নিয়ে একজন বাঁশের সাঁকো ও নৌকার ব্যবস্থা পয়সার বিনিময়ে যাত্রী পারাপার করেন।

অপরিকল্পিত পরিবহন নীতির বিরুদ্ধে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ নভেম্বর : অপরিকল্পিত পরিবহণ নীতির ফলে বর্ধমান শহরে ট্রাক, টোটো, রিক্সা, হকার, শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়ছে। জনজীবনে তার প্রভাব পড়ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির চাপে অসংগঠিত শ্রমিকরাও চাপে আছে। বাড়েনি মজুরি। বর্ধমান পুরসভা এখনও পর্যন্ত সুষ্ঠু নিয়মনীতি লাগু করতে পারছে না।

এরই প্রতিবাদে সি আই টি ইউ বর্ধমান শহর সমন্বয় কমিটি বর্ধমান সদর উত্তর মহকুমাশাসকের কাছে নয় দফা দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশন দেয়। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, রিক্সা শ্রমিকদের আয়ের পথ সুগম রেখে সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে, অসংগঠিত ক্ষেত্রের সমস্ত শ্রমিকদের মাসে ৩৫ কেজি চাল ২ টাকা মজুরি দিতে হবে। ১০০ দিনের কাজ চালু রাখতে হবে। ৯ দফা দাবি নিয়ে মহকুমা শাসকের সাথে আলোচনা হয়। প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রমিক নেতা তড়িৎ ঘোষ, নজরুল ইসলাম, তরুণ রায়, শৌভিক চট্টরাজ, তুষার মজুমদার, সুবীর সেন প্রমুখ।

জেলা জুড়ে কৃষিকাজ স্তব্ধ ...

—প্রথম পাতার পর

জন প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন জামাত আলি সেখ। ছাতনী মোড়ে কিছুক্ষণ পথ অবরোধ করেন এলাকার কৃষকরা। বক্তব্য রাখেন কৃষকসভার নেতৃত্ব।

কৃষকসভার জেলা সম্পাদক আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল জেলাজুড়ে মানুষের এই প্রতিবাদ ও ধর্না কর্মসূচিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ২৬ নভেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা জানান, রাজ্য সরকার এবং বর্তমানে ৬ মাসের মোদি সরকার দুটিই কৃষকবিরোধী সরকার। রাজ্য সরকার খেলা, মেলায় কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। অথচ কৃষকদের অভাবি-বিক্রি রুখতে কোনো ব্যবস্থাই নিচ্ছে না। মোদি সরকারও এই ৬ মাসে স্বামীনাথন কমিশনের কৃষকদের পক্ষে দাবিগুলি রূপায়ণের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিলেও কোনো হেলদোল নেই।

সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষকনেতা গণেশ চৌধুরী ২৬ নভেম্বর জেলা জুড়ে কৃষক, ক্ষেতমজুরদের পথ অবরোধ ধর্নার বিবরণ দেন। বর্ধমান সদরে নবস্থা, ঘোঁড়দৌড় চটি, বড়শুল, পালসিট, মেমারি ২ ব্লক, ভাতাড়, কাঁকসা ব্লক, জামালপুর, কাটোয়া ব্লক, কালনার সব পঞ্চায়েত, রানিগঞ্জ, বারাবানি, উখড়া প্রভৃতি ব্লকে হয় পথ অবরোধ অথবা ধর্না চলেছে দিনভর।

সব মিলিয়ে ২৬ নভেম্বর কৃষকসভার উদ্যোগে জেলা জুড়ে কৃষিকাজ অনেকাংশেই স্তব্ধ হয়ে যায়।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি অর্জুন ডোম, পিতা - প্রয়াত বিথুয়া ডোম, এন ডি কায়েম লেন, ডোমপাড়া, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৬ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম অভয় ডোম যা জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত অভয়া ডোম নথিভুক্ত হয়েছে। অভয় ডোম এবং অভয়া ডোম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি অর্জুন ডোম, পিতা - প্রয়াত বিথুয়া ডোম, এন ডি কায়েম লেন, ডোমপাড়া, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৬ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম অভয় ডোম যা রেশনকার্ডে ভুলবশত অভয়া ডোম নথিভুক্ত হয়েছে। অভয় ডোম এবং অভয়া ডোম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি অর্জুন ডোম, পিতা - প্রয়াত বিথুয়া ডোম, এন ডি কায়েম লেন, ডোমপাড়া, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৬ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমাদের প্রকৃত পদবী 'ডোম' যা ভোটার পরিচয়পত্রে নথিভুক্ত আছে যা জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত 'মল্লিক' নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমি অর্জুন মল্লিক থেকে অর্জুন ডোম, আমার স্ত্রী সুনিতা মল্লিক থেকে সুনিতা ডোম এবং আমার কন্যা দিশা মল্লিক থেকে দিশা ডোম নামে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

● আমি মানসী গাঙ্গুলী, স্বামী রাজীব গাঙ্গুলী, লক্ষ্মীপুর, কলেজমোড়, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৬ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম মানসী গাঙ্গুলী যা অন্যান্য নথিপত্রে ও স্কুল সার্টিফিকেটে মানসী গাঙ্গুলী নথিভুক্ত রয়েছে। বিবাহ পূর্বে আমার নাম ছিল সর্বানী ব্যানার্জী, পিতা স্বপন ব্যানার্জী। মানসী গাঙ্গুলী, স্বামী রাজীব গাঙ্গুলী এবং সর্বানী ব্যানার্জী, পিতা স্বপন ব্যানার্জী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি কৃষাণ তুরী, পিতা বুধন তুরী, আলমগঞ্জ, লালকল, কলাবাগান, পোঃ - নতুনগঞ্জ, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২১ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম কৃষণা তুরী যা ভোটারকার্ডে নথিভুক্ত আছে। রেশনকার্ডে ভুলবশত আমার ডাকনাম বাকসু তুরী নথিভুক্ত হয়েছে। কৃষণা তুরী এবং বাকসু তুরী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি ভাগতী তুড়ী, স্বামী - রামু তুড়ী, আলমগঞ্জ, পোঃ - নতুনগঞ্জ, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৪ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম ভাগতী তুড়ী যা রেশনকার্ডে ভুলবশত ভগবতী তুড়ী নথিভুক্ত হয়েছে। ভাগতী তুড়ী এবং ভগবতী তুড়ী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

সি আই টি ইউ জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২৯ নভেম্বর : আজ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার বিদ্যুৎ সরবরাহক সংস্থা এন এস পি সি এল ইউনিয়ন-এর এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন-এর বার্ষিক নির্বাচনে এন এস পি সি এল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (সি আই টি ইউ) আটটি আসনের মধ্যে ৬টি তে জয়ী হয়েছে। দুটিতে জয়ী হয়েছে তৃণমূলের ট্রেড ইউনিয়নের প্রার্থীরা। সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন এন এস পি সি এল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-এর দিলীপ চক্রবর্তী। প্রসঙ্গত এই এন এস পি সি এল-এর ইউনিয়ন স্বীকৃতি নির্বাচনে তৃণমূলিদের ভয়ঙ্কর আক্রমণের সামনে দাঁড়িয়ে এন এস পি সি এল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন নির্বাচনের দিনে নির্বাচন থেকে সরতে বাধ্য হয়েছিল। আজকের নির্বাচনের ফলাফল আবার প্রমান করেছে যে সি আই টি ইউ-এর প্রতি শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের আস্থা অটুট আছে। এন এস পি সি এল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-এর পক্ষ থেকে ইউনিয়নের সভাপতি সুখময় বোস ভোটারদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার, ১৯২৪ সালের ২৪ নভেম্বর, উত্তর কলকাতায়; ২। বৈজ্ঞানিক আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল, ১৮৬৭ সালের ২৫ নভেম্বর; ৩। ১৯৩৪ সালের ২৫ নভেম্বর, বর্ধমান জেলার মূলগ্রামে, মৃত্যু ২৮-১২-১৯৯৮; ৪। ২৫ নভেম্বর, ১৯৯৯ সালের ২৫ নভেম্বর; ৫। ভার্গিস কুরিয়েন, ১৯২১ সালের ২৫ নভেম্বর; ৬। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ; ৭। টিপু সুলতান, ১৭৯৯ সালের ২৬ নভেম্বর, জন্ম ২০-১১-১৭৫১; ৮। ইউরোপ মহাদেশে, ১৯১২ সালের ২৮ নভেম্বর, তিরানা; ৯। তেহরান বৈঠকে, ১৯৪৩ সালের ২৮ নভেম্বর, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট স্টালিন; ১০। ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর; ১১। ১৯৮২ সালের ২৯ নভেম্বর, চীনে, জন্ম ১৩-৭-১৯১০; ১২। ২০১২ সালের ৩০ নভেম্বর, ১৩৮ দেশ, ৯ টি দেশ, ইজরায়েল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

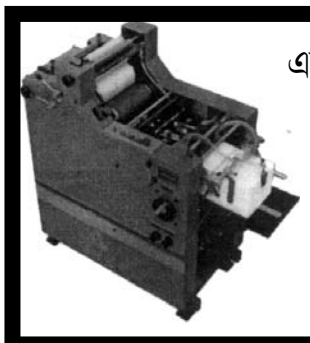

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫, ৩০০০১১৩

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা